ইমাম নববীর

চল্লিশ হাদীস

নববী হাদীসের ছায়ায় মুমিনের পূর্ণাঙ্গ জীবন

ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীস

নববী হাদীসের ছায়ায় মুমিনের পূর্ণাঙ্গ জীবন

মূল

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শাইখ আনোয়ার ইদ্রিস

সুজুদ পাবলিশিং

অন্তহীন জীবনের সন্ধানে

সূচিপত্র

ভূমিকা **২১**
আমাদের ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য **২২**
ইমাম নববীর জীবনী **২৪**
আরবাইন ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ **২৬**
প্রকাশকের কথা **২৮**
সংকলকের ভূমিকা **৩০**

১ নং হাদীস

কর্ম ও চেষ্টার ফলাফল নিয়তের ওপর **৩৩**
নিয়ত কী? ৩৪
সঠিক ও ভ্রান্ত নিয়তের পার্থক্য ৩৫
ফলাফল নিয়তের ওপর ৩৭
ভ্রান্ত নিয়তে নেক আমল ৩৭
মিশ্রিত নিয়তে নেক আমল ৩৭
মুবাহ কর্মে নেক নিয়ত ৩৮
নিয়ত কর্ম থেকে উত্তম ৩৯
নিজেকে যাচাই ৩৯
জীবনের নিয়ত ৩৯

২ নং হাদীস

দ্বীন হলো ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের সমষ্টি **৪২**
দ্বীনের স্বরূপ ৪৪
ঈমান পূর্ণতার শর্তসমূহ ৪৫

ঈমানদারের হৃদয়ের অবস্থা ৪৫
ইহ্সান-ই উদ্দেশ্য ৪৭
ইবাদতের তিনটি স্তর ৪৭
ইহ্সানের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে করণীয় ৪৮
এই হাদীসের গুরুত্ব ৪৯

৩ নং হাদীস

ইসলামের ভিত্তিসমূহ ৫২
ধর্ম কী? ৫৩
ইসলাম ধর্ম কি মানবরচিত? ৫৩
ইসলামের প্রয়োজনীয়তা ৫৫
সত্য স্বীকৃতি ও চাহিদা পূরণ ৫৬
সেই সত্য বাক্য কী? ৫৬
ইসলাম নামক প্রাসাদের পাঁচ স্তম্ভ ৫৭
পাঁচটি রোকনের মূল কথা ৫৭

৪ নং হাদীস

মানবসৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ ৬০
রিসালাতের সত্যতা ৬১
মানুষের সূচনা ৬১
ভাগ্যলিপি ৬৩
ভাগ্যলিপির অর্থ ৬৪
উপসংহার ৬৫

৫ নং হাদীস

বিদআতের পরিচয় ও পরিণতি ৬৭
বিদআতের সীমারেখা ৬৮
ভালো নিয়তে সংযোজন ৬৮
বিশুদ্ধ আমলের শর্ত ৬৯

এই ছয়টি বিষয়ের মৌলিক দুটি সূত্র ৭০
এই দুটি নীতির আলোকে তিনটি বিষয় ৭১
বিদআত কেন করা হয়? ৭১
তাসবীহ্ পাঠের সংখ্যা নির্ধারণে বিদআত ৭২
উপসংহার ৭২

৬ নং হাদীস

সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ৭৫
মানব অস্তিত্ব ও তার গতি-প্রকৃতি ৭৭
সমস্যার সূত্রপাত নাফসের মধ্যেই ৭৭
ক্বলবের পরিশুদ্ধি কখন, কীভাবে হবে? ৭৮
স্মরণীয় বিষয়সমূহ ৭৯
সন্দেহজনক বিষয়ে তিনটি মত ৮০

৭ নং হাদীস

দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা ৮২
নসীহাহ্ কী? ৮২
আল্লাহ্ তাআলার জন্য কল্যাণ কামনা ৮৩
কিতাবের কল্যাণ কামনা ৮৩
রসূলের কল্যাণ কামনা ৮৪
মুসলিম শাসকদের কল্যাণ কামনা ৮৪
সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনা ৮৫
কল্যাণ কামনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ৮৫
কল্যাণ কামনার শক্তি পাবো কীভাবে? ৮৬
কষ্ট নেওয়া কীভাবে সহজ হয়? ৮৬
উপসংহার ৮৭

৮ নং হাদীস

জিহাদ ও নিরাপত্তা ৮৯

জিহাদের লক্ষ্য ৯০
জিহাদের উদ্দেশ্য ৯০
জিহাদ কখন ফরজ? ৯১
জিহাদ নিয়ে বিভ্রান্তি ৯১
যুদ্ধ আর জিহাদ এক নয় ৯২
জিহাদের প্রকারভেদ ৯৩
কোন মুসলিমের জন্য নিরাপত্তা ৯৪

৯ নং হাদীস

নিষেধ বর্জনের সাথে আদেশ পালন এবং মতবিভেদ পরিহার ৯৬
আদেশ-নিষেধের একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য ৯৭
সামর্থ্য কী? ৯৮
সামর্থ্য বা সাধ্য সম্পর্কে ভুল মানসিকতা ৯৯
প্রশ্নাধিক্য দূষণীয়, প্রশ্ন করা নয় ৯৯
মতবিরোধের নেপথ্যে সুন্নাহ অস্বীকার ১০০
সাধ্যমতো নির্দেশ পালন ১০১

১০ নং হাদীস

পবিত্রতা ছাড়া আমল গৃহীত হয় না ১০২
পবিত্রতা ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না ১০৩
ঊর্ধ্বজগৎ ও নিম্নজগৎ (পবিত্র ও অপবিত্র জগৎ) ১০৩
রূহ পবিত্র রাখতে ১০৪
পবিত্রতা তিন ধরনের ১০৪
নিজেকে পর্যবেক্ষণ করা ১০৫
তাহলে কি আমল করব না? ১০৫
তাহলে আমল কবুলের পথ কী? ১০৬
নবী ﷺ এর দুর্বলতা ও নিঃস্বতা পেশ ১০৭
অক্ষমতার উপলব্ধি ১০৭
দোয়া কবুলের শর্তসমূহ ১০৮

বিশেষভাবে কখন দোয়া কবুল হয়? ১০৮
গুনাহ্ তো হয়ে যায়, দোয়া করে কী করব? ১০৯
লোকদেখানোর জন্য আমল ১০৯

১১ নং হাদীস

সন্দেহ-সংশয় বর্জন........ ১১২
সন্দেহপ্রবণতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি........ ১১২
কোনটা গ্রহণ করব? ১১৩
ফিতরাত কী বলে? ১১৩
সন্দেহ—এক ভয়ানক বস্তু ১১৩
বিশ্বাসে সন্দেহ........ ১১৪
কেন সন্দেহমুক্ত হব?........ ১১৫
সন্দেহ থেকে মুক্তির উপায় ১১৫
ঈমানের জ্ঞান তলব ১১৬
জ্ঞান তলবের অর্থ কী?........ ১১৬

১২ নং হাদীস

অনর্থকতা থেকে বেঁচে থাকা ১১৯
অনর্থক বিষয় কী? ১১৯
অতিরিক্ততা, আত্মসমর্পণ ও ইসলাম ১২০
ইসলামের সৌন্দর্য ও চ্যালেঞ্জ........ ১২০
সালাফদের উক্তি ১২১
জরুরি সতর্কতা........ ১২২
মূলকথা ১২২

১৩ নং হাদীস

প্রিয় বিষয়কে অন্যের জন্য ভালোবাসা........ ১২৪
ভালোবাসার সম্পর্ক........ ১২৫
ঈমানী বন্ধন কীভাবে স্থাপিত হয়? ১২৫

ঈমানী বন্ধনের প্রকৃতি..১২৬
কীভাবে ঈমানী বন্ধনে আবদ্ধ হব?...১২৭
মনীষীদের দৃষ্টিতে ভালোবাসার বন্ধন......................................১২৮

১৪ নং হাদীস

ইসলামী আইন ও দণ্ডবিধি **১৩০**
ইসলামী আইন (শরীয়ত)..১৩১
হুদুদ, কিসাস ও তাযীরাত ১৩১
হুদুদ আর কিসাসের ভিন্নতা..১৩৩
বিধানের অন্তর্নিহিত কারণ..১৩৩
হাদীসে বর্ণিত তিন প্রকার শাস্তি..১৩৫
উপসংহার ১৩৭

১৫ নং হাদীস

চুপ থাকা, পড়শি ও অতিথির সম্মান.......................................**১৩৯**
উত্তম বিষয়সমূহ কী কী? ১৪০
চুপ থাকার গুরুত্ব...১৪০
কখন চুপ থাকা উত্তম?...১৪১
প্রতিবেশী কে?...১৪১
প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ..১৪২
প্রতিবেশীর হক ১৪২
মেহমানের মেহমানদারি ১৪৩
মেহমানের হক ১৪৩

১৬ নং হাদীস

ক্রোধের ভয়াবহতা..**১৪৫**
রাগ কী? ১৪৫
রাগের কষ্ট কে ভোগ করে?..১৪৬
“**لَا تَغْضَبْ**” (রাগ করো না) এর অর্থ কী? ১৪৬

ক্রোধের সামযিক প্রতিকার ১৪৬
ক্রোধের আগুন কখন জ্বলে ওঠে? ১৪৭
ক্রোধের প্রকৃত প্রতিকার ১৪৭
ক্রোধের প্রভাবে কী কী ঘটে? ১৪৭
ক্রোধের তিন ধরন ১৪৮
ক্রোধের ব্যবহার ১৪৮
উপসংহার ১৪৯

১৭ নং হাদীস

সৃষ্টিকুল ও প্রাণীর প্রতি দয়া ১৫০
অধিকার ও মানবাধিকার ১৫১
অধিকার রক্ষা ১৫২
জীবজন্তুর অধিকার ১৫২
অধিকারের মূলনীতি ১৫২
উত্তম ব্যবহার কী ও কীভাবে? ১৫৩
উপসংহার ১৫৪

১৮ নং হাদীস

গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে সৎকর্ম ১৫৬
তাকওয়া কী? ১৫৭
ভয় কী? ১৫৭
মহান আল্লাহ্ তাআলাকে কেন ভয় করব? ১৫৮
তাকওয়া অর্জন হয় কীভাবে? ১৫৯
মন্দের পর ভালো করা ১৬০
উত্তম ব্যবহার ১৬০
উত্তম কে? ১৬১
উপসংহার ১৬১

১৯ নং হাদীস

সৃষ্টির অক্ষমতা ও রবের পরাক্রমশীলতা ১৬৪
আল্লাহ্ তাআলার হেফাজতে থাকা ১৬৬
আল্লাহ্‌র স্মরণে থাকা ১৬৭
শুধু আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া ১৬৮
আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাওয়া ১৬৯
উপকার-অপকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই হাতে ১৬৯
কলম তুলে দেওয়া হয়েছে, কাগজ শুকিয়ে গেছে ১৭০
উপসংহার ১৭০

২০ নং হাদীস

লজ্জা ও অশ্লীলতা ১৭২
লজ্জা কী? ১৭২
তাকওয়ার পোশাক খুলে যায় ১৭৩
সর্বযুগে লজ্জা ১৭৩
নির্লজ্জতা কি যুগসচেতনতা? ১৭৪
লজ্জাশীলতা কীভাবে অর্জিত হবে? ১৭৪
লজ্জা ছেড়ে দিলে সব পাপের পথ উন্মুক্ত ১৭৫
লজ্জার গুরুত্ব-তাৎপর্য ১৭৬

২১ নং হাদীস

ঈমানের ওপর অবিচল ও দৃঢ় থাকা ১৭৮
আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান কী? ১৭৯
তাগুত কে? ১৭৯
ঈমান ও কুফরের মাঝে ১৭৯
বিশ্বাসের প্রকার ১৮০
ইন্দ্রিয় বিশ্বাস ১৮০
অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ১৮০
আল্লাহ্ আমার রব—এর প্রমাণ কী? ১৮১

অতীন্দ্রিয় চ্যালেঞ্জ ১৮২
ইস্তিকামাত কী? ১৮৩

২২ নং হাদীস

শরীয়তের বিধিবিধান পালন **১৮৫**
মানুষ কেন বিধানের মুখাপেক্ষী? ১৮৬
সত্যের স্বীকৃতি কীভাবে মিলে যায়? ১৮৬
বিধানই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে ১৮৭
সালাত কী? ১৮৭
শরীয়তের বিধান আল্লাহর বিশেষ দয়া ১৮৮
দয়া ব্যতীত কেউ নাজাত পাবে না ১৮৯
মাসায়েল ১৯১

২৩ নং হাদীস

পবিত্রতা ও মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা **১৯৩**
পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক ১৯৪
প্রশংসা কী? ১৯৪
সুবহানাল্লাহ ১৯৫
আলহামদুলিল্লাহ ও সত্য স্বীকৃতি ১৯৫
সালাত হলো নূর ১৯৬
মনীষীদের দৃষ্টিতে নূর ১৯৭
সাদাকাহ প্রমাণ ১৯৭
সবর উজ্জ্বল আলো ১৯৭
কষ্টের ব্যবহার ১৯৮
কষ্টকে ব্যবহারের প্রক্রিয়া ১৯৮
কষ্ট বহনের ফল ১৯৯
কষ্ট নেওয়া কীভাবে সহজ হয়? ২০০
কুরআন–পক্ষে প্রমাণ ২০১
কুরআন–বিপক্ষে প্রমাণ ২০১

মানুষকে সুযোগ দেন ২০১
প্রত্যেকটি মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করে........ ২০২

২৪ নং হাদীস

মহান আল্লাহ তাআলার দয়া ছাড়া মানুষ অসহায়........ ২০৪
১. জুলুম করো না........ ২০৬
২. আমার কাছেই সত্যের দিশা চাও........ ২০৭
৩. আমার কাছেই খাবার চাও........ ২০৮
৪. আমার কাছেই বস্ত্র চাও........ ২০৮
৫. ক্ষমা প্রার্থনা করো ২০৯
৬. রবের মহাপরাক্রমশালিতা........ ২০৯
৭. রবের অমুখাপেক্ষিতা ২১০
৮. গুনাহর প্রভাব পৌঁছায় না ২১০
৯. রবের ভান্ডার অফুরন্ত ২১০
১০. পূর্ণ ফলাফল........ ২১০

২৫ নং হাদীস

তাসবীহ, তাকবীর, তাহমীদ ও তাহলীল........ ২১৩
প্রতিযোগিতা ২১৪
সাদাকাহর ভিন্ন কিছু উপায়........ ২১৫
“সুবহানাল্লাহ”-এর তাৎপর্য........ ২১৬
“আলহামদুলিল্লাহ”-এর তাৎপর্য........ ২১৭
“আলহামদুলিল্লাহ” বলার উদ্দেশ্য কী? ২১৮
নিজের মধ্যে প্রশংসাপ্রিয়তা ২১৮
“আল্লাহু আকবার”-এর তাৎপর্য........ ২১৯
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর তাৎপর্য........ ২১৯
মুবাহ কর্মও সাদাকাহ হয়........ ২২১

২৬ নং হাদীস

কৃতজ্ঞতা আদায়ের নির্দেশনা ও পন্থা ২২৩
মহান আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও ইহ্সান.......................................২২৪
কৃতজ্ঞতা আদায়ের পন্থা ২২৪
সূর্যোদয়ে নিয়ামতপ্রাপ্তি...২২৫
সাদাকাহ্ আদায়ের কিছু পদ্ধতি...২২৬
সকল নিয়ামতের সাদাকাহ্ আদায়...২২৬
দৈনিক করণীয় ২২৭

২৭ নং হাদীস

গুনাহ ও নেকীর পরিচয়..২২৯
উত্তম চরিত্র কী? ২৩০
যাদের সাথে উত্তম আচরণ ২৩১
উত্তম আচরণের প্রকার... ২৩১
গুনাহ্ কী জিনিস? ২৩২
হৃদয় পবিত্র হবে ২৩২

২৮ নং হাদীস

মতবিরোধে সুন্নাহ ও আদর্শের সমন্বয়...২৩৫
মতবিরোধে করণীয়...২৩৬
সমাধান ২৩৭
দ্বন্দ্ব কেন হয়?...২৩৮
অধিকারের দাবি...২৩৮
দ্বন্দ্ব নিরসন...২৩৮
সুন্নাতুর রসুল (ﷺ).. ২৩৯
খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ্.. ২৩৯
পরস্পর মতপার্থক্য.. ২৪০
কুরআনের মানদণ্ডে ইতিহাস-সীরাত ২৪০
সাহাবীগণের বিরোধ বিশ্লেষণ ২৪১

তাঁরা কেমন আদর্শ! ২৪২
আমার কী আছে, আমি কী বলি? ২৪২
আমরা হব তাঁদের মতো ২৪৩

২৯ নং হাদীস

কল্যাণের পরিচয় ও পথসমূহ ২৪৬
তাওহীদ ২৪৮
শেষ রাতের সালাত ২৪৮
রোযা—আত্মসংযমের ঢাল ২৪৯
সাদাকাহ্—পাপ মোচনের উপায় ২৫০
জিহাদ—ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া ২৫০
জবানের হেফাজত—সকল গুনাহের রক্ষাকবচ ২৫১
উপসংহার ২৫১

৩০ নং হাদীস

ফরজ ও বিধানের সীমারেখা ২৫৩
আল্লাহর বিধানেই একমাত্র মুক্তি ২৫৪
মানুষ আইন রচনা করতে অক্ষম ২৫৪
শরীয়তে ফরজের অবস্থান ২৫৫
মহান আল্লাহ্ তাআলার দেওয়া সীমা ২৫৫
নিষিদ্ধ বিষয় ২৫৬
হালাল ও হারাম ২৫৬
হারাম থেকে বাঁচতে ২৫৭
অতিরিক্ত অনুসন্ধান না করা ২৫৭

৩১ নং হাদীস

স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভালোবাসার পথ ২৫৯
ভালোবাসা কী? ২৬০
কার জন্য ভালোবাসা? ২৬০

কোন ভালোবাসা প্রকৃত ভালোবাসা? ২৬১
দুনিয়ার ভালোবাসা হৃদয়ে নেই–বুঝব কীভাবে? ২৬২
নিষিদ্ধ আকর্ষণ থেকে বাঁচতে..২৬২
শেষ কথা.. ২৬৩

৩২ নং হাদীস

ক্ষতিসাধনের নিষেধাজ্ঞা **২৬৫**
ক্ষতি ও কল্যাণ কামনা ২৬৫
কীভাবে নিজের ক্ষতি করে? ২৬৬
জুলুমের বিস্তৃত পরিসর.. ২৬৭
প্রিয় মানুষের করুণ পরিণতি ২৬৭
করণীয় ২৬৮

৩৩ নং হাদীস

স্বভাবের পরিচয় ও বাদী-বিবাদীর করণীয় **২৬৯**
নাফসের পরিচয়... ২৭০
নাফসের চাহিদা কী? ২৭০
নাফসের চিন্তা... ২৭০
ইসলামের নির্দেশনা ২৭১
ঈমানের দাবি..২৭২
ঈমানের সঠিক দাবি ২৭২

৩৪ নং হাদীস

মন্দকে পরিবর্তন করার সামর্থ্য **২৭৪**
পরিবর্তনের চেষ্টা...২৭৫
মন্দ বা মুনকার কী? ২৭৬
সবার কাছে স্বীকৃত মন্দগুলো হলো:... ২৭৬
প্রজ্ঞার মাধ্যমে আহ্বান ২৭৬
আদেশ ও নিষেধের দায়িত্ব কার? ২৭৭

পরিবর্তনের শুরু হবে নিজ থেকে ২৭৮
দ্বীনের জন্য ত্যাগ.. ২৭৮
কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন.. ২৭৯
উপসংহার ২৮০

৩৫ নং হাদীস

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব এবং কেন তা নষ্ট হয়.. ২৮২
মানুষের মন্দ স্বভাবসমূহ.. ২৮৩
হাসাদ বা হিংসা ২৮৪
ধোঁকা বা নাজাশ.. ২৮৪
বিদ্বেষ বা বুগজ.. ২৮৪
সম্পর্ক ছিন্ন করা বা তাদাবুর ২৮৪
কারও চুক্তির ওপরে ক্রয়ের চেষ্টা ২৮৫
ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্পর্ক.. ২৮৫
তাকওয়া হলো হৃদয়ে.. ২৮৫
মন্দের উৎস ও বেঁচে থাকা ২৮৬
মানুষকে তুচ্ছ করার পরিণতি.. ২৮৬

৩৬ নং হাদীস

মুমিনের প্রতি দয়া ও জ্ঞানের মর্যাদা.. ২৮৯
আল্লাহ তাআলা যাদের কষ্ট দূর করেছেন.. ২৯০
মুসলিমদের দোষ গোপন করা.. ২৯১
কী দেখলে দোষ ধরা থেকে বাঁচতে পারব? ২৯২
দোষ ধরা কেন ধ্বংসাত্মক?.. ২৯২
আপন ভাইকে সাহায্য.. ২৯৩
জ্ঞান কী ?.. ২৯৩
জ্ঞান অন্বেষণ-যাত্রা ২৯৪
মহান আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন ২৯৪
আমল কাজে আসবে.. ২৯৫

৩৭ নং হাদীস

সৎকর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দেওয়া হয় **২৯৭**
ভালো-মন্দ ২৯৮
আল্লাহ্ তাআলা বান্দার প্রতি দয়াশীল ২৯৯
নিয়তের ওপর প্রতিদান ২৯৯
গুনাহ বাড়িয়ে লেখা হয় না ৩০০
একটি প্রশ্ন ৩০১

৩৮ নং হাদীস

মহান আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা **৩০৩**
অলী কে? ৩০৪
অলীর পরিচয় ও স্তরভেদ ৩০৪
কীভাবে আল্লাহর অলী হবে? ৩০৫
অলীর সঙ্গে শত্রুতার পরিণতি ৩০৬
অলীর মর্যাদা ৩০৭
উপসংহার ৩০৮

৩৯ নং হাদীস

যে ভুলগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয় **৩১০**
মহান আল্লাহ্ তাআলার অসীম করুণা ৩১০
জীবনের ভুলের জন্য দুঃখ ৩১২
ফিকহী বিশ্লেষণ ৩১৩

৪০ নং হাদীস

দুনিয়াতে পরদেশি অথবা পথিক হয়ে থাকো **৩১৫**
পরবাসীর জীবন ৩১৬
ভ্রমণকারী পথিকের জীবন ৩১৭
পরবাসী থেকে পথিক ৩১৭
“সন্ধ্যার সময় সকালের চিন্তা করো না” ৩১৮

অসুস্থতার সামানা সংগ্রহ ৩১৯
মৃত্যুর প্রস্তুতি ৩১৯

৪১ নং হাদীস

নাফসের বিরোধিতা করে পূর্ণ মুমিন হওয়া ৩২২
ইচ্ছার বিরোধিতা ৩২২
ইচ্ছার ভিত্তিতে মানুষ তিন শ্রেণির ৩২৩
ইচ্ছেমতো চললে ক্ষতি কী? ৩২৪
প্রথম শ্রেণিতে উত্তরণ ৩২৪
"আমি যা নিয়ে এসেছি"—এর অর্থ কী? ৩২৫
ইচ্ছেমতো চলার বাস্তবতা ৩২৫
মিথ্যার পেছনে পড়ি কেন? ৩২৭

৪২ নং হাদীস

ক্ষমার প্রশস্ততা এবং শিরক থেকে সতর্কতা ৩৩০
একজন শোনায় আশার বাণী ৩৩১
একটিমাত্র ব্যতিক্রম ৩৩২
ক্ষমা পাওয়ার বিশেষ চেষ্টা ৩৩৩
ক্ষমা করা যায় না কেন? ৩৩৩
কষ্টের সময় করণীয় ৩৩৪
রবের ভয় বৃদ্ধি ও ক্ষমা পেতে করণীয় ৩৩৫

আমাদের ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য

১। হাদীসের মৌলিক বিষয়গুলোকে কুরআন-সুন্নাহের মৌলিক দৃষ্টিতে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২। সুন্নাহ মানুষের স্বভাবের বিপরীত। সুন্নাহ বিরোধী সব কিছুই মানুষের জীবনের জন্য সমস্যা। সুন্নাহ এই স্বভাব-সমস্যাকে কীভাবে নিরূপণ করে এবং এর সমাধান দেয়, তা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩। হাদীসের বিশ্লেষণে শাব্দিক ব্যাখ্যা থেকে কুরআন-সুন্নাহের সমন্বিত ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪। এতে যথাসম্ভব দ্বীনের সকল মৌলিক বিষয়গুলো একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পাঠকের দ্বীন সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয়।

৫। হাদীসের প্রকাশ্য রূপের সাথে ভেতরগত মূল বিষয়টি পাশাপাশি একসাথে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬। আরবাইনের অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো থেকে সহযোগিতা নেওয়া হলেও এই ব্যাখ্যাটিকে সকলের পাঠের উপযুক্ত করে স্বতন্ত্রভাবে রচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৭। সমস্যাকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ বা প্রক্রিয়া কী হবে, তা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৮। এই ব্যাখ্যাটি থেকে যাতে প্রত্যেকেই উপকৃত হতে পারে এবং এর থেকে দৈনিক যাতে কিছু কিছু অংশ পাঠ করা যায় অথবা তালীম করা যায়, এজন্য একে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম দ্বারা সহজপাঠ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৯। যাতে সবার হাতে এটা থাকতে পারে তাই সনদগত তাহকিকী আলোচনা পরিহার করা হয়েছে। এতে কিতাবী দলিল, প্রমাণ ও ইমামগণের বিরোধপূর্ণ মতামত সন্নিবেশিত করা হয়নি যাতে সকলের জন্য পাঠ করা তা সহজ হয়। তবে আলাদাভাবে হাদীসের শেষে প্রতিটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে।

১০। কুরআন, সুন্নাহ মানুষের বুদ্ধিকে কীভাবে চ্যালেঞ্জ করে, সেই চ্যালেঞ্জগুলোকে সৃষ্টিগত প্রমাণের নিরিখে বিভিন্ন জায়গাতে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১১। কুরআন, সুন্নাহ এবং দ্বীনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেসব সন্দেহ-সংশয় কাজ করে, সেগুলো নিরসনে নিজের জীবনের সাথে সত্য-মিথ্যা কীভাবে জড়িয়ে আছে, তা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে নির্দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে এই কিতাব থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

১২। মানুষের বুদ্ধি দ্বীনের দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে। বুদ্ধির উত্থাপিত সেই সকল প্রশ্নের মোকাবিলায় সত্যের প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

ইমাম নববীর জীবনী

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন নববী। সিরিয়ার নাওয়া নামক স্থানে ৬৩১ হিজরিতে/ ১২৩৩ খ্রিষ্টাব্দ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তিনি 'নববী' নামে পরিচিত।

ছোটবেলা থেকেই ইমাম নববী ছিলেন অতি নম্র, পরহেজগার, জ্ঞানপিপাসু ও কল্যাণকামী। কৈশোরে তিনি কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি দামেশক গমন করেন এবং ইলমের তলবে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তার স্মরণশক্তিও ছিল অসাধারণ। কোনো বিষয় একবার পড়লে তা স্মৃতিপটে সংরক্ষিত থাকত।

তিনি উস্তাদদের কাছে প্রতিদিন বারোটি বিষয় পড়তেন। দিন-রাত কখনোই সময় নষ্ট করতেন না; বরং সময় পুরোপুরি ইলম অর্জন, লেখালিখি ও ইবাদতে ব্যয় করতেন। রাতে অল্প ঘুমিয়ে অধিকাংশ সময় ইবাদত, পড়াশোনা ও লেখালিখিতে ব্যয় করতেন। জ্ঞানের প্রতি তৃষ্ণা এতটা প্রবল ছিল যে, টানা দু-বছর তিনি বিছানায় পিঠও লাগাননি।

হাদীস, ফিকহ, তাফসির, আরবি সাহিত্য, জীবনীশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন এবং অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখনী আজও মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাঁর কিছু প্রধান গ্রন্থসমূহ হলো:

- আল-মিনহাজ (সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা)
- আল-মাজমু' (শাফেয়ী মাজহাবের দলিলভিত্তিক অনন্য কিতাব)
- রওদাতুত ত্বলিবীন (শাফেয়ী মাজহাবের নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাব)

- আল-আযকার (নির্বাচিত দোয়া ও যিকির)
- রিয়াদুস সালিহীন (নৈতিকতা ও ইসলামী জীবনাচার-বিষয়ক প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন)
- আল-আরবাইন (দ্বীনের মৌলিক বিষয় নিয়ে হাদীস সংকলন)

কিতাব রচনা করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। লেখালিখি শুরু করার সময় তাঁর বয়স ছিল ত্রিশের কাছাকাছি। বলা হয়, যদি তার লিখিত পৃষ্ঠাগুলোর সংখ্যা তার জীবনের মোট দিন দিয়ে ভাগ করা হয়, তাহলে প্রতিদিন ৪০ পৃষ্ঠা লেখার সমান হতো!

দুনিয়ার সমস্ত আনন্দ ও ইন্দ্রিয় তৃষ্ণাকে ত্যাগ করে সাদামাটা জীবনযাপন করেছিলেন। তিনি রাতে একবার খানা খেতেন এবং ভোরে একবার পানি পান করতেন। এটাই ছিল তাঁর দিন ও রাতের খাবার। জ্ঞানকে দুনিয়ার সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে জ্ঞান তলবের ব্যস্ততায় বিয়ে থেকে বিরত ছিলেন। তিনি শাসকের সামনে হক কথা বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি।

ইমাম নববী মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ৬৭৬ হিজরী/ ১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। যদিও তাঁর জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত, তবু ইসলামের সেবা ও জ্ঞানের পরিমাণে তিনি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছেন। স্বল্প জীবনে বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার রেখে গেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বান্দাকে ক্ষমা করে দিন, তাঁর রহমতের ছায়াতলে স্থান দিন। আমীন।

আরবাইন ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ

ইমাম নববীর প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন হলো আল-আরবাইন আন-নববিয়্যাহ (الأربعون النووية)। এই সংকলনে তিনি ৪২টি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন, যেগুলো ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও নৈতিকতার আদর্শ তুলে ধরে। "আল-আরবাইন আন-নববিয়্যাহ" শুধু একটি হাদীস সংকলন নয়; এটি একটি মৌলিক ইসলামি জীবনদর্শন শেখার পথ। এর হাদীসগুলো এমনভাবে নির্বাচিত যে, একজন মুসলমান এই সংকলন থেকে পূর্ণ জীবনদর্শন গ্রহণ করতে পারে।

আরবাইন নববিয়্যাহ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য:

- **বিশুদ্ধ হাদীস:** এই সংকলনের অধিকাংশ হাদীসই সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ প্রামাণ্য কিতাব থেকে সংগৃহীত।
- **সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ:** হাদীসগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।
- **নৈতিকতা ভিত্তিক:** অধিকাংশ হাদীসই ইসলামি শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও ইবাদতের মৌলিক দিকগুলো তুলে ধরে।
- **সহজ মুখস্থযোগ্য:** এটি শিক্ষার্থী ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য সহজে মুখস্থ করার উপযোগী।

আরবাইন নববিয়্যাহ ব্যাখ্যাগ্রন্থ:

"আরবাইন নববিয়্যাহ" এ হাদীস সংকলনের ওপর শতাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রখ্যাত কয়েকজন ব্যাখ্যাকারক আলেমের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ইমাম নববী, মৃত্যু: ৬৭৬ হিজরি।
- ইবনে দাকীক আল-ঈদ, মৃত্যু: ৭০২ হিজরি।
- সুলায়মান আল-তুফী, মৃত্যু: ৭১৬ হিজরি।
- উমর আল-ফাকিহানী, মৃত্যু: ৭৩৪ হিজরি।
- সাদ উদ্দিন আত-তাফতাযানী, মৃত্যু: ৭৯১ হিজরি।
- ইবনে রজব আল-হাম্বলী, মৃত্যু: ৭৯৫ হিজরি।
- ইবনুল মুলাক্কিন, মৃত্যু: ৮০৪ হিজরি।
- ইবনে হাজার আল-হাইতামী, মৃত্যু: ৯৭৪ হিজরি।
- মোল্লা আলী আল-ক্বারী, মৃত্যু: ১১১৪ হিজরি।

প্রকাশকের কথা

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন নববী রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত আল-আরবাইন নববিয়্যাহ ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডারে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। মাত্র ৪২টি হাদীসের এই সংকলনকে বলা হয় ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সারসংকলন। নিয়তের বিশুদ্ধতা, ইবাদতের ভিত্তি, নৈতিকতা, ভ্রাতৃত্ব, আল্লাহভীতি এবং দুনিয়া-আখিরাতের ভারসাম্যের মতো মৌলিক বিষয়ে এ গ্রন্থে যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে, তা মুসলমানের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য পর্যাপ্ত। এ কারণে যুগে যুগে আলেমগণ একে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিমূল হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এর ওপর অসংখ্য ব্যাখ্যা রচনা করেছেন।

বাংলাদেশেও এ গ্রন্থের বহু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে লক্ষণীয় যে, এদেশে প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলোর অধিকাংশই আরব ও অনারব খ্যাতনামা স্কলারদের গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনূদিত। যদিও সেগুলো নিঃসন্দেহে মূল্যবান, তবুও আমাদের সমাজ-বাস্তবতা ও সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতার সাথে সব সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান ব্যাখ্যাগ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর রচয়িতা একজন প্রচারবিমুখ বাংলাদেশী আলেম, যিনি নীরবে-নিভৃতে সাধারণ মানুষের মাঝে দীনের দাওয়াত ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। ফলে তাঁর উপস্থাপনায় এ ব্যাখ্যা কেবল একাডেমিক গুরুত্ব বহন করে না, বরং বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকের ভাষা, প্রেক্ষাপট ও বাস্তব প্রয়োজনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে।

এই বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আল- আরবাইন নববিয়্যাহর বাংলা ব্যাখ্যার এ সংযোজন পাঠকসমাজের কাছে নতুন মাত্রা যোগ

করবে। ইনশাআল্লাহ, এটি কেবল জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেই নয়, বরং বাস্তব জীবনের পথনির্দেশনা হিসেবেও উপকারী হবে।

আমরা দোয়া করি, আল্লাহ এই প্রচেষ্টা কবুল করুন, লেখক, ব্যাখ্যাকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং পাঠকসমাজকে এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও চেতনা যদি আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে—তবেই এই প্রচেষ্টা সার্থকতা খুঁজে পাবে।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

১ নং হাদীস

কর্ম ও চেষ্টার ফলাফল নিয়তের ওপর

عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

[رَوَاهُ إِمَامُ الْمُحَدِّثِيْنَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ بَرْدِزبَهْ الْبُخَارِيُّ الْجُعْفِيُّ (رقم: ١) وَأَبُوْ الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُوْرِيُّ (رقم: ١٩٠٧) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا الَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ]

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি রসুলে কারীমﷺ -কে বলতে শুনেছি,

- সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের ওপর।
- আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে, তা-ই পায়।
- সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলের জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত মহান আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলের দিকে হয়েছে।
- আর যার হিজরত দুনিয়া অর্জনের জন্য অথবা কোনো মহিলাকে

> বিয়ে করার জন্য হয়েছে, তার হিজরত সেজন্য বিবেচিত হবে যেজন্য সে তা করেছে।”
>
> (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা

নিয়ত কী?

নিয়ত হলো দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা কিংবা লক্ষ্য। নিয়ত হৃদয়ের আমল।[১] নিয়ত দ্বারা হৃদয়গতভাবে এক আমলকে অন্য আমল থেকে পৃথক করা হয়। অথবা কার জন্য আমল করা হচ্ছে নিয়ত দ্বারা হৃদয়ে তা নির্ণয় করা হয়।

নিয়তের মাধ্যমেই একেকটি কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়। কোনো কাজ কী উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, কার জন্য করা হচ্ছে তা সুস্পষ্ট হয়।

- একজন কৃষকের দৃষ্টিতে থাকে ফসল। সে তার জমিতে ফসল ফলাবে, এই ফসল দিয়ে সে তার চাহিদা ও ইচ্ছা পূরণ করবে।
- একজন ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে থাকে তার ব্যবসা-বাণিজ্য। এর মাধ্যমে আয় হবে, যা দিয়ে সে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবে।
- একজন পরীক্ষার্থীর দৃষ্টিতে থাকে তার রেজাল্ট। ভালো রেজাল্টের মাধ্যমে সে মনের মতো চাকরি পাবে, তার ক্যারিয়ার হবে। এতে সে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়বে।
- যুবক-যুবতির দৃষ্টিতে থাকে বিপরীতের প্রতি আকর্ষণ, ভালোবাসা। এই কারণে একে অপরকে কাছে পেতে উদগ্রীব হয়ে থাকে।
- মা-বাবার সামনে থাকে তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ। সন্তানের ভবিষ্যতের মাধ্যমে তারা শেষ জীবনের নিশ্চয়তা ও সহযোগিতা আশা করে।

এ-রকমভাবে প্রত্যেকের দৃষ্টিতে যা থাকে এবং সে মনে যা পোষণ করে, তা-ই হলো তার নিয়ত।

উদাহরণ

দান করা একটি আমল। এটি মহান আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা যায়, আবার লোকদেখানোর জন্যও করা যায়। মহান আল্লাহ্ তাআলার জন্য করা হচ্ছে, না কি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, তা নিয়ত দ্বারাই স্থির হয়।

কারও জীবনের স্বপ্ন একটা পাঁচতলা বাড়ি করা, যাতে ছেলেদের ভবিষ্যতে আর কোনো সমস্যায় না পড়তে হয়। এ বাড়ি ভাড়া হবে, তা দিয়ে তাদের জীবনযাপন সহজ হবে। বাড়ি তৈরি করার এই মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গিটাও নিয়ত। এটা হলো তাঁর জীবনের নিয়ত। কেননা, তার জীবনের স্বপ্ন সব সময় এটাই ছিল।

আবার কারও জীবনের লক্ষ্য ও মানসিকতা এমনও হতে পারে যে, সে যা কামাই করে, এক-তৃতীয়াংশ দ্বীনের জন্য, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং আরেক ভাগ হবে নিজের জরুরত পূরণ করার জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতাও নিয়ত।

কখনো এই দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতাটি ও নিয়ত থাকে বিপরীতভাবে। যেমন: এক সতিনের প্রতি অপর সতিনের মানসিকতা। প্রত্যেকের দৃষ্টি থাকে কীভাবে সে তার সতিনকে স্বামীর নিকট দোষী করে তুলবে। সতিনের প্রতি বিদ্বেষভাব, তাকে স্বামীর কাছে দোষী করে তোলার এই দৃষ্টিভঙ্গি, ইচ্ছা ও মানসিকতা–এটাও নিয়ত। এই মানসিকতার ওপর সে বিনিময় পাবে।

কারও সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকলে শত্রুর প্রতি মনের যে বিরূপ ভাব থাকে, এই বিরূপ মনোভাবটাও নিয়ত। শত্রু সফরে আছে।তার গাড়িটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত, তাহলে বাঁচতে পারতাম। শত্রুর অমঙ্গল কামনা করা, শত্রুকে ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণ করা, এমন নেতিবাচক মানসিকতা নিয়তের অংশ। এরূপ নেতিবাচক নিয়তের কারণে, নিজের ওপর প্রতিক্রিয়াও আসবে নেতিবাচক।

সঠিক ও ভ্রান্ত নিয়তের পার্থক্য

হাদীসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, "আমি বান্দার প্রতি তার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করি।"[২]

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দার আচরণ, বিশ্বাস, নিয়ত, মানসিকতার ওপর ভিত্তি করে বান্দার সাথে ব্যবহার করেন। বান্দা যদি মনে করে, কেবল নিজের চেষ্টা ও কর্মের মাধ্যমেই সমস্যা সমাধান করবে, বিপদ থেকে মুক্তি পাবে, রিযিক আসবে, শান্তিতে থাকতে পারবে, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে তার কর্মের ওপর ছেড়ে দেন। তখন সে শান্তি ও স্থিরতা থেকে বঞ্চিত হয়।

কিন্তু এই বান্দাই তো মহান আল্লাহর দয়াতে প্রতিপালিত হচ্ছে, সার্বক্ষণিক নিয়ামত পাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য বিপদ থেকে রক্ষা পাচ্ছে। সে যদি এই সত্যগুলো দেখতে পারে, এই নিয়ামতগুলো স্মরণ করে মহান আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের ওপর ভরসা করে এবং এরই সাথে সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যায়, তাহলে মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এই বান্দাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। বিশেষ দয়া ও কুদরত দ্বারা প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন, তার যাবতীয় সমস্যা সমাধান করে দেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, সে অভাবে থাকলেও তার হৃদয়ে শান্তি ও স্থিরতা দান করেন।

আর যখন বান্দা ধারণা করে, জমানো টাকা না থাকলে বার্ধক্যে উপনীত হলে কী দশা হবে! অথবা অসুস্থ হলে চিকিৎসা কীভাবে হবে, তখন আল্লাহ্ তাআলা এই বান্দাকে টাকার ওপর ন্যস্ত করে দেন। বান্দার সেই জমানো টাকা জীবনের শেষ বেলাতে তাকে রক্ষা করতে পারে না, সে এই টাকা সাথেও নিয়ে যেতে পারে না। দিনশেষে পৃথিবী থেকে বিদায় হয় খালি হাতে, মিথ্যা ধারণা নিয়ে, মিথ্যা মানসিকতা নিয়ে। আর ধারণাগত এই মিথ্যা মানসিকতার কারণে বঞ্চিত হয় মহান রবের নিকট বিনিময় পাওয়া থেকে।

কেউ যদি মনে করে, নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করব না কিংবা মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত না করে বিয়ে দেবো না, যাতে পরনির্ভর হয়ে থাকতে না হয়, বিবাহবিচ্ছেদ হলে কিংবা স্বামী মারা গেলে মেয়ে নিজে কিছু একটা করে খেতে পারে। এরূপ মিথ্যা ধারণা করে, মিথ্যা মানসিকতা নিয়ে মেয়েকে লেখাপড়া করানো, যোগ্যতার জন্য চেষ্টা করানো—এগুলোও নিয়ত। এই নিয়ত মুমিনের মৌলিক বিশ্বাসের বিপরীত।

ফলাফল নিয়তের ওপর

হাদীসের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষ তার মানসিকতার ভিত্তিতে তার কর্মের ফলাফল লাভ করবে।

কারও মানসিকতা হলো এই জগতে জ্ঞানী হওয়া, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এজন্য সে লেখাপড়া করে, চাকরি-ব্যবসা করে। এ সকল চেষ্টা-সাধনা দ্বারা সে লক্ষ্যে পৌঁছাতেও পারে, আবার ব্যর্থও হতে পারে। সে লক্ষ্যে পৌঁছাবেই, এ-রকম কোনো নিশ্চয়তা কেউ তাকে দিতে পারে না। এ-রকম মানসিকতা পোষণকারী তার চেষ্টা-সাধনা, শিক্ষা-দীক্ষার কোনো বিনিময় আখিরাতে পাবে না। কারণ, তার লক্ষ্য ছিল এই জগৎ, চেষ্টা ছিল এই জগতের লক্ষ্যে পৌঁছানো। অর্থাৎ কেউ যদি কেবল দুনিয়ার উন্নতি চায়, সে তার চেষ্টা-কর্ম দ্বারা দুনিয়াবি সফলতা পেতেও পারে, আবার না-ও পেতে পারে; কিন্তু সীমাহীন জীবনে এ চেষ্টার কোনো প্রতিদান সে পাবে না।[৩]

ভ্রান্ত নিয়তে নেক আমল

হাদীস শরীফের তৃতীয় অংশে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে একটি ঘটনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি উম্মু কায়স নামের এক নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। উম্মু কায়স হিজরত করার শর্তে তার বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। আর লোকটি হিজরতও করেছিল; কিন্তু তার নিয়ত হিজরত ছিল না, নিয়ত ছিল বিয়ে করার।

বিয়ে করা যদিও হালাল, কিন্তু হিজরতের মতো ফরজ আমল সম্পাদন করেছিল বিয়ে করার লক্ষ্যে। নিজের জন্মভূমি, ধন-সম্পদ সব ত্যাগ করে, মক্কা থেকে সুদূর মদীনায় সফরের সকল কষ্ট বরণ করে হিজরত করার পরও ভ্রান্ত নিয়তের কারণে হিজরতের মতো মহিমান্বিত একটি আমল নষ্ট হয়ে গেল।

মিশ্রিত নিয়তে নেক আমল

মিশ্রিত নিয়ত হালাল বিষয়ে হলেও পরিত্যাগ করতে হবে; নতুবা নিয়তের কারণে তা কেবল দুনিয়াবি কাজে পরিণত হয়ে যাবে এবং আখিরাতের পূর্ণ সাওয়াবপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

যেমন: হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রসুলে কারীম ﷺ -এর কাছে এসে বলল, "ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, যে সম্পদ এবং সুনামের জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কী রয়েছে?" রসুলে কারীম ﷺ বললেন, "তার জন্য কিছুই নেই।" সে তা তিনবার বলল। রসুলে কারীম ﷺ তাকে বললেন, "তার জন্য কিছুই নেই।" তারপর তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা কেবল সেই আমলই কবুল করেন, যা বিশুদ্ধ এবং যা দ্বারা মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়।"[৪]

অতএব দুনিয়া চাই, সাথে আখিরাতও চাই—এরূপ মিশ্রিত মানসিকতার কারণে দুনিয়া অর্জন করা গেলেও আখেরাতে কিছুই পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ কোনো আমলের নিয়তে দুনিয়াবী কোনো বিষয় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলে এই আমলের পারলৌকিক বিনিময় নষ্ট হয়ে যায়।[৫]

মুবাহ কর্মে নেক নিয়ত

উত্তম নিয়তের দ্বারা মুবাহ কাজও সাওয়াবের হয়ে যায়। যেমন: ভালো আচরণের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করা, কাউকে উপহার দেওয়া, কারও সাথে হাসিমুখে কথা বলা, কারও বিষণ্নতা দূর করার জন্য তার সাথে খোশগল্প করা—এরূপ উত্তম নিয়তের দ্বারা মুবাহ কাজগুলোও সাওয়াবের কর্মে পরিণত হয়ে যায়।[৬]

প্রত্যেক হালাল বিষয় যদি মহান আল্লাহ তাআলার বিধান হিসেবে সম্পাদন করা হয়, তখন সেই কর্মেও বান্দাকে বিনিময় দেওয়া হয়। যেমন: খাবার গ্রহণ করা হলো মহান আল্লাহ তাআলার হুকুম; যদিও তাতে ভোগ আছে এবং চাহিদাও পূরণ হয়। তারপরও যখন এটাকে মহান আল্লাহ তাআলার হুকুম হিসেবে পালন করা হবে এবং ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়তে করা হবে, তখন এতেও বিশেষভাবে সাওয়াব দেওয়া হবে। মুমিনের জাগতিক বিষয় ও সকল কাজের উদ্দেশ্যও মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হওয়া উচিত। সুতরাং বুঝা গেল:

- আখিরাতের কর্ম জাগতিক নিয়ত দ্বারা নিষ্ফল হয়ে যায়।
- আখিরাতের কর্মে বিশুদ্ধ নিয়ত দ্বারা পূর্ণ বিনিময় পাওয়া যায়।
- দুনিয়াবী কর্ম উত্তম নিয়ত দ্বারা আখেরাতে বিনিময়যোগ্য হয়ে যায়।

নিয়ত কর্ম থেকে উত্তম

বান্দার নিয়ত তার আমল থেকে উত্তম। কারণ, নিয়ত দ্বারা রিয়া করা যায় না।নিয়তের দ্বারাই বিনিময় পাওয়া যায়। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো ভালো কাজের দৃঢ় সংকল্প করল, কিন্তু কোনো বাধার কারণে কাজটি সম্পন্ন করতে পারল না, তাহলেও সে নিয়তের জন্য বিনিময় পাবে। অপরদিকে আমল দ্বারা বিনিময় পেতে বিশুদ্ধতা ও নিয়ত শর্ত।

আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফরে যায়, তখন তার জন্য সেই আমলের সাওয়াবই লেখা হয়, যে আমল সে স্বগৃহে অবস্থানকালে সুস্থ থাকা অবস্থায় করত।"[৭]

নিজেকে যাচাই

নিয়ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিয়ত দ্বারা মুমিন নিজেকে যাচাই-বাছাই করতে পারে। সে এই জগতে কার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে, তার কাজে কাকে প্রাধান্য দিচ্ছে, কার ওপর ভরসা করছে, কাকে বেশি ভয় করছে, কাকে বেশি ভালোবাসছে, কার জন্য ব্যয় করছে, কার জন্য সঞ্চয় করছে; এভাবে বান্দার উচিত তার নিয়তের ব্যাপারে সর্বদা সে তৎপর থাকবে। সে তার নিয়তের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, নিয়তকে সব সময় যাচাই-বাছাই করবে। কারণ, মনের অবস্থা ও পরিবেশের প্রভাবে নিয়ত পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই নিয়ত সঠিক আছে কি না সর্বদা খুঁজে দেখবে, যাতে নিয়তে কোনো মন্দ প্রবেশ না করে। কেননা নিয়তে মন্দ প্রবেশ করলে পুরো আমলটাই নষ্ট হয়ে যায়।

জীবনের নিয়ত

বাড়ি-গাড়ি করা একজন মুমিনের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে না।[৮] ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান গড়া মুমিনের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে না।[৯] মান-সম্মান, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, ক্ষমতার মসনদ লাভ মুমিনের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে না।[১০] ক্ষণস্থায়ী এই জগতে প্রতিষ্ঠিত

হওয়া, ক্যারিয়ার গড়া মুমিনের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে না।[১১] স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ মুমিনের জীবনের নিয়ত হতে পারে না।[১২] সন্তানের প্রতি মায়া ও তাদের প্রতিপালন মুমিনের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে না।[১৩] সম্পদ সঞ্চয় করে রেখে যাওয়া মুমিনের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে না।[১৪]

মুমিনের জীবনের লক্ষ্য হবে একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার গোলামির অনুভূতি নিয়ে জীবনযাপন করা, গোলামির অনুভূতি সকল কর্মে প্রকাশ করা।[১৫] আর তার জীবনের উদ্দেশ্য হবে, মহান আল্লাহ তাআলার সীমাহীন মাগফেরাত, হেফাজত ও সন্তুষ্টি পাওয়া।[১৬]

এই হাদীসটি নিয়ত বিষয়ে একটি মৌলিক ভিত্তি। ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসটি জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ। কারণ বান্দার আমল হয়তো হৃদয় দ্বারা সংঘটিত হয়, নতুবা জবান দ্বারা অথবা অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সংঘটিত হয়।

উলামায়ে কেরাম তাঁদের বহু কিতাব এই হাদীস দ্বারা শুরু করেছেন। কারণ এতে আছে নিয়ত পরিশুদ্ধ করার তাগিদ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে স্থির করার আবশ্যকতা এবং মন-মানসিকতা সংশোধনের প্রতি দিক-নির্দেশনা।

---

১ اِنۡ يَّعۡلَمِ اللّٰهُ فِىۡ قُلُوۡبِكُمۡ خَيۡرًا يُّؤۡتِكُمۡ خَيۡرًا (الانفال: ٧٠)

২ قال اللّٰهُ تعالى: أنا عند ظنِّ عبدِي بي إِن ظنَّ خيرًا فلهُ ، وان ظنَّ شرًّا فلهُ (صحيح البخاري ٧٤٠٥، صحيح مسلم ٢٦٧٥)

৩ مَنۡ كَانَ يُرِيۡدُ الۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهٗ فِيۡهَا مَا نَشَآءُ لِمَنۡ نُّرِيۡدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصۡلٰهَا مَذۡمُوۡمًا مَّدۡحُوۡرًا - وَ مَنۡ اَرَادَ الۡاٰخِرَةَ وَ سَعٰى لَهَا سَعۡيَهَا وَ هُوَ مُؤۡمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعۡيُهُمۡ مَّشۡكُوۡرًا (الإسراء ١٨-١٩)

8 جاءَ رجلٌ إِلى النَّبي صلَّى اللّٰهُ علَيهِ وسلم ، فقالَ: أرأيتَ رجلًا غزا يلتمس الأجرَ والذِّكرَ ، ما لَهُ ؟ فقالَ رسولُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا شيْءَ لَهُ فأعادَها ثلاثَ مرَّاتٍ ، يقولُ لَهُ رسولُ اللّٰهِ : لا شيءَ لَهُ ثمَّ قالَ : إِنَّ اللّٰهَ لا يقبلُ منَ العملِ إِلَّا ما كانَ لَهُ خالصًا، وابتغي بِهِ وجهُهُ (سنن النسائي ٣١٤٠ : حسن)

৫ اِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ اللّٰهِ لَا نُرِيۡدُ مِنۡكُمۡ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوۡرًا (الإنسان: ٩)

৬ وفي بُضْعِ أحدِكم صَدَقةٌ قالوا: يا رسولَ اللهِ، أيأتي أحدُنا شهوتَه ويكونُ له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتُم لو وضَعَها في حرامٍ أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضَعَها في الحلالِ كان له أجرٌ (رواه مسلم).

৭ إذا مرضَ العبدُ أو سافرَ كتبَ لَهُ من العملِ ما كانَ يعملُهُ وهو صحيح مقيم (صحيح البخاري ٢٩٩٦)

৮ مَنۡ كَانَ يُرِيۡدُ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا وَ زِيۡنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيۡهِمۡ اَعۡمَالَهُمۡ فِيۡهَا وَ هُمۡ فِيۡهَا لَا يُبۡخَسُوۡنَ o اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِيۡهَا وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ (هود: ١٥-١٦)

৯ وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ اِلٰى مَا مَتَّعۡنَا بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۙ لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيۡهِ ؕ وَ رِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٌ وَّ اَبۡقٰى(طه: ١٣١)

১০ وَ لَا يَحۡزُنۡكَ قَوۡلُهُمۡ ۘ اِنَّ الۡعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيۡعًا ؕ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ (يونس: ٦٥)

يَقُوۡلُوۡنَ لَئِنۡ رَّجَعۡنَاۤ اِلَى الۡمَدِيۡنَةِ لَيُخۡرِجَنَّ الۡاَعَزُّ مِنۡهَا الۡاَذَلَّ ؕ وَ لِلّٰهِ الۡعِزَّةُ وَ لِرَسُوۡلِهٖ وَ لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ لٰكِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ (المنافقون: ٨)

১১ اَلۡهٰكُمُ التَّكَاثُرُ o حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ (التكاثر: ١-٢)

১২ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ مِنۡ اَزۡوَاجِكُمۡ وَ اَوۡلَادِكُمۡ عَدُوًّا لَّكُمۡ فَاحۡذَرُوۡهُمۡ ۚ وَ اِنۡ تَعۡفُوۡا وَ تَصۡفَحُوۡا وَ تَغۡفِرُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ (التغابن: ١٤)

১৩ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُلۡهِكُمۡ اَمۡوَالُكُمۡ وَ لَاۤ اَوۡلَادُكُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنۡ يَّفۡعَلۡ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ (المنافقون: ٩)

১৪ وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ الَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ (الهمزه: ١-٢)

১৫ وَ مَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَ الۡاِنۡسَ اِلَّا لِيَعۡبُدُوۡنِ (الذاريات: ٥٦)

১৬ وَعَدَ اللّٰهُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىۡ جَنّٰتِ عَدۡنٍ ؕ وَ رِضۡوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكۡبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ (التوبة: ٧٢)